ষট্‌কাল সন্দর্ভ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে প্রণীত।

শ্রীকাঙ্গালীনাথ সাহা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।
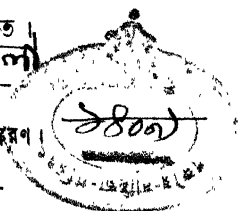
দ্বিতীয় সংস্করণ।

ঢাকা

আরমাণীটোলা, আদর্শ-যন্ত্রে

শ্রীলছমন বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮

বিজ্ঞাপন।

অনেক দিন হইল, গ্রন্থকার মহাশয়, এই পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থাভাব বা অমনোযোগে এপর্য্যন্ত ইহা মুদ্রিত করেন নাই। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, এবং ৺প্যারী-চরণ সরকার মহোদয়ের এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রথম প্রচারিত পুস্তকের বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহাতে অনেক নব নব ভাবোপমার সন্নিবেশ আছে। কবি, বসন্তে বাঙ্গলা ভাষার সমুদয় মূল ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব পুস্তক খানি পুনঃ প্রচারিত হওয়া উচিত বিবেচনায়, আমি মুদ্রণ ব্যয় বহন পূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিলাম। এখন ইহার তেমন সুখ্যাতি হইবে কিনা বলিতে পারি না।

বলা বাহুল্য যে, পুস্তক খানি এবার পরিশোধিত, ও পরি-বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

আটীগ্রাম।
২রা বৈশাখ,
১২৯৮।

শ্রীকাঙ্গালীনাথ সাহা।

ষট্‌কাল সন্দর্ভ।
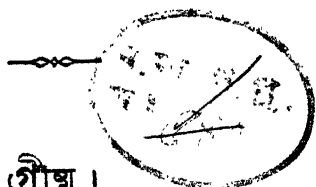
গ্রীষ্ম।

অতি খরতর তপন কিরণ ;
—ঝলসে নয়ন জ্বলন্ত দহন,—
থাকি নভঃ মধ্যভাগে, যেন অর্ক কি বিরাগে,
অগ্নি অংশু করে বরষণ ;
সুযোগে উদয় আজি নিদাঘ ভীষণ !

ব্যোম পটে নাই জলদাঙ্ক-লেখা,
প্রকম্পিত অই চক্র বাল-রেখা,
ভূমিতে আগুন জ্বলে, উষ্ণ বায়ু বহে বলে,
সাধ্য কিবা নেত্র মেলি দেখা ;
প্রান্তর-মাঝারে ভীমা মরীচিকা একা

মরু-প্রিয়া এই মায়াবিনী ধনী,
ভীতি বিধায়িনী বিস্ময়ের খনি,
এমনি কুহক-বল, স্থলেরে দেখায় জল,
—গগনে থাকিলে দিনমণি ;—
কুহকিনী-দলে এরে শ্রেষ্ঠ বলি গণি ;

থাকিয়া থাকিয়া মন্দ মন্দ বায়,
মানস-মোহন অতুল শোভায়,
সুন্দর সরসী জল, কিবা স্বচ্ছ নিরমল,
হেলে দুলে তরঙ্গ খেলায় ;
তৃষাকুল জীবে যেন আশ্বাস জানায়।

হায়রে ! বিষম কিরণ-জ্বালায়,
শুষ্ককণ্ঠ মৃগ, জলের আশায়,
বায়ু-বেগে উভরায়, অস্থির অন্তরে ধায়,
মনে,—মরীচিকা জলাশয়,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমে দুঃখ কত সয় !

মৃগ তৃষ্ণিকায় মৃগ সুধু নয়,
মরু স্থানে ভ্রান্ত পথিক নিচয় ;
তৃষ্ণাভরে এক কালে, বদ্ধ মরীচিকা জালে,
জল-আশে অগ্রসর হয় ;
যে আশার পরিণাম মরীচিকাময়।

ক্লান্ত পান্থ, কৃষক চঞ্চল,
—যেন হৃদয়েতে পশি হলাহল,—
সহজে ঘর্ম্মাক্ত কায়, ত্বরিত গমনে ধায়,
ছায়া-পতি তাপেতে বিকল,
পাইতে পাতায় ঢাকা রম্য তরুতল।

সে আশার আর সুসার কোথায়?
জ্বলিছে দিগন্ত কিরণ-জ্বালায়;
কই নব কিসলয়?— শুষ্ক পত্র ক্ষেত্রময়,
সব সর্ শব্দে উড়ি যায়,
নিরাশ করিয়া হায়! ছায়ার আশায়।

রসের শোষণ হয় অবিরত,
পত্রহীন তরুগুল্ম, প্রায় মৃত,
বসুধার বক্ষোদেশ, পরিশুষ্ক ধূলি শেষ,
মরুকল্প শস্যক্ষেত্র যত;
ধূলায় আঁধার দিক্ দৃষ্টি অভিহত।

পতঙ্গ প্লবঙ্গ, বিহঙ্গ নিচয়,
তপ্ত তনু, স্তব্ধ, বিহ্বল-হৃদয়!
কারো মুখে নাই রব, যেন ম্রিয়মাণ সব;
—একবারে জীবন সংশয়—
দিন-মধ্য-যামে বুঝি প্রকৃতি বিলয়!

ভীষণ অনল জ্বলে বনে বনে,
উপজে সন্ত্রাস গভীর গর্জ্জনে,
একে চণ্ড বৈশ্বানর, তার চিরসহচর,
পবনের প্রবল নিস্বনে;
ধায় বনচর সত্ত্ব আকুল জীবনে;

কেশরী, কুঞ্জর, মৃগ, মৃগাদন,
ঘোর দাবদাহ করি দরশন,
ইথে কেবা, কার ভক্ষ্য, সে দিগ না করি লক্ষ্য,
সখ্য ভাবে ত্যজিয়া কানন,
করে ত্বরা নিরাপদ স্থান অন্বেষণ;

বন-কমলিনী, বন-বিহারিণী,
রম্য রূপা আহা! মৃগী সুনয়নী,
ভয়েতে বিলোল আখি, শাবক নিলয়ে রাখি,
ত্বরিত গমনে চলে ধনী;
গরজিয়া চলে ত্বরা জিহ্মগতি ফণী;

প্রাণে প্রাণে হায়! ছেড়ে যায় বন,
ধায় পাছে পাছে প্রচণ্ড দহন,
কেহ বা স্নেহের দায়, শাবক বাঁচাতে যায়,
প্রাণ-আশা দিয়ে বিসর্জন;
নিদাঘে শমন সম বনের জ্বলন।

গ্রীষ্ম।

কাদম্ব, সারস, বক, কারণ্ডব,
নিদাঘ পীড়নে তেয়াগি উৎসব,
সর-শূন্য সরোবর, হেরি অন্বেষিয়া সর,
ফিরিছে করিয়া দীন রব ;
কম-কান্তি কলনাদ ঘুচিয়াছে সব।

তৃষ্ণায় চাতক, বিষাদ অন্তরে,
ঘন-কাছে বারি যাচে সকাতরে,
শুষ্ক কণ্ঠে অবিরাম, কেবল বারিদ নাম,
জপে সে জীবন রক্ষা তরে,
কোথা বারিবাহ ?—তার উদ্দেশ কে করে ?

ধন্যরে চাতক ! পক্ষিকুল মাঝে,
প্রেমিক উপাধি তোমারেই সাজে,
প্রেম যে কেমন ধন, করি মেঘ অন্বেষণ,
জানাইছ মানব-সমাজে,
অভিমান শ্রেষ্ঠ-গুণ তোমাতে বিরাজে।

নিম্নগার কই কুল কুল ধ্বনি ?
কই সেতরঙ্গ, কই সে চলনি ?
প্রবল প্রবাহ হত, অন্তর-সলিলা মত,
বহে সিকতায় ধীরে ধনী ;
যথা ভুজঙ্গিনী-গতি, বিনে শিরোমণি।

কমল-আকর সরসী শ্রীহীন ;
—চিরকাল সুখে যায় কার দিন ?—
আহা ! কিবা মনোলোভা, কমল-বিটপ শোভা,
একবারে হয়েছে বিলীন ;
অভাগা মৃণাল হায় ! সরোজ-বিহীন !

তৃণ-গুল্ম-হীন ভীষণ-আকার,
যেন সীমাশূন্য নৈরাশ্য-আধার,
মধ্যযামে দিনকর, হেন মরুভূমি' পর,
খরকর করিছে বিস্তার,
জগতের জীব স্থিতি করিতে সংহার।

চমকে হৃদয় নিরখি সে বেশ,
—তাহাতে প্রচণ্ড মূরতি দিনেশ—
ধুঁ ধুঁ করে প্রান্ত দেশ, নাই বারিবিন্দু-লেশ,
করিলে এ মরুতে প্রবেশ,
জীবের জীবন-ক্রীড়া একবারে শেষ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহে নভস্বান,
ধূলি ধ্বজ কত করে অভ্যুত্থান,—
সিকতা-পটল উড়ি, ভূতল আকাশ জুড়ি,
করে স্বর্গ-শরণি নির্ম্মাণ,
অথবা নৈদাঘস্তম্ভ কালের নিশান ;

ক্ষণে ভীত চিত্ত, ক্ষণে হর্ষোদয়,
কখন মানসে অনুভব হয়,
বালু করি ছিন্ন ভিন্ন, নব গিরি সমুদ্ভিন্ন,
হিমাদ্রিকে করি পরাজয়,
"গিরীন্দ্র" নামটী তার বুঝি কাড়ি লয়!

শুদ্ধ অন্তঃপুর রূপান্তর দুর্গ,
সেই অবরোধে অবরোধ-বর্গ,
গুরু বাস দূরে রেখে, সূক্ষ্ম বস্ত্রে অঙ্গ ঢেকে;
সমীর, সলিলে পায় স্বর্গ;
তপন-কিরণ জ্ঞান তীক্ষ্ণধার খড়্গ;

ভাবি চিতে শ্বশ্রু ননন্দৃ-শাসন,
রন্ধনের দায় কুলবধূগণ,
করি নানা আয়োজন, শাক শুক্তা কি ব্যঞ্জন,
যতনে রন্ধনে দেয় মন,
নিদাঘ, অনল, উভে করে জ্বালাতন;

উভয়ের তাপে অতি তপ্তকায়,
উষ্ণ জল-সিক্তা কমলিনী প্রায়,
মুখে "আহা" "উহু" খেদ, অবিরল বহে স্বেদ,
রয়ে রয়ে অঞ্চল দোলায়,
বলে "এ দুখদ শুচি যাবে নাকি হায়!"

—শুচিতে উচিত শৈত্য-সুসেবন,—
বিবিধ বিধানে করি আয়োজন,
যন্ত্র-যোগে আনি জল, করে অঙ্গ সুশীতল,
গৃহে বসি ধনশালী জন,
আবেশে অবশ তনু মিলিত নয়ন।

করিয়া যতন সরস চন্দন,
অঙ্গে বিলেপন করে কোন জন,
অতি পুলকিত মনে, জল-যন্ত্র-নিকেতনে
করে বাস প্রফুল্ল আনন,
রচিয়া নলিনী-দলে বিচিত্র আসন।

নৈদাঘ-জ্বালায় সবে জ্বালাতন,
অঙ্গ ছটফট বিচলিত মন,
ব্যজন করিয়া করে, সতত বীজন করে,
নিবারিয়ে স্বেদ-উদ্গীরণ,
মৃদুল অনিল অতি সুখের সাধন।

স্নানার্থ প্রতিটী সাগরের জলে,
অথবা যাইতে পশ্চিম অচলে,
ক্রমে সম্বরিয়া কর, দিনমণি দিবাকর,
ক্ষীণতেজ, মন্দ মন্দ চলে,
সমর্পিয়ে করজাল জ্বলন্ত অনলে।

অস্তমিত ভানু ; পতত্রি নিকর,
ক্রীড়া-রত সবে হরিষ অন্তর,—
কেহবা রসাল সালে, কেহ তমালের ডালে,
কেহবা আকাশে করি ভর,
ছড়ায় সুস্বর সুখে শ্রুতিসুখকর।

প্রবেশিলে অর্ক অস্ত-নিকেতনে,
—শোকমগ্না হায় ! বিরস বদনে,—
পদ্মিনী প্রেমানুরাগে, কহে গোধূলির আগে,
—তুলি মৃদু তরঙ্গ-তাড়নে,—
আর কি হইবে মোর, দেখা সখা-সনে ?

আইল গোধূলি মনোহর-ভাতি,
উড়িল গগনে নানা খগ পাঁতি,
সমীরণ স্নিগ্ধ হয়, সুখদ হিল্লোলে বয় ;
বিকসিত গন্ধরাজ জাতি ;
ছুটিল মধুপ কুল গন্ধামোদে মাতি।

ধূসর বরণে গোধূলি-সঙ্গিনী,
ভালে মণি জ্বলে সন্ধ্যা বিনোদিনী,
তিমিরাভ মুখ কান্তি, ইঙ্গিতে বিতরি শান্তি,
ত্বরান্বিতা বিধাতৃ-নন্দিনী,
পূরবে ভাসিল ইন্দু, হাসিল যামিনী।

সুখের তরঙ্গে চকোরের হিয়া,
নাচিল সহসা বিধু নিরখিয়া,
প্রসারিয়া পক্ষপুটে, ত্বরা অন্তরীক্ষে উঠে,
পরিতুষ্ট সুখে সুধা পিয়া,
ক্ষণে ক্ষণে অদর্শন, ক্ষণে দেখা দিয়া।

দ্বিতল ত্রিতল সৌধরাজি-শিরে,
মুখে মৃদুভাষ, সঙ্গীসহ ধীরে,
বিলাসী ধনিকগণ, করে পদ সঞ্চরণ,
স্নিগ্ধকায় মৃদুল সমীরে,
সুখদা যামিনী স্নিগ্ধ অমল শিশিরে।

অলিন্দে প্রাঙ্গনে যত সীমন্তিনী,
অন্তঃপুর সরঃ-বিকচ-নলিনী,
মর্ম্মর প্রস্তরাসনে, পরম পুলক মনে,
—অনুকূল মধুরা যামিনী—
মধুর আলাপে মুগ্ধ মধুর ভাষিনী।

হর্ম্ম্যতল-সুপ্ত, প্রমদা-আনন,
ফুল্ল-পদ্ম-নিভ অমল-বরণ,
নিরখি পাইয়া লাজ, পাণ্ডুবর্ণ দ্বিজরাজ,
অস্তাচলে করেন গমন,
আপনার হীনকান্তি করিয়া মনন।

কোন কোন দিন, দিনান্ত সময়,
—দর্শনে উপজে হর্ষ মিশ্র ভয়,—
বায়ুকোণে করি ভর, যেন শ্যাম ধরাধর,
জলধর সমুন্নত হয়,
দেখিতে দেখিতে বেগে গ্রাসে দিগ্বলয়।

বহিয়া জীমূত, ভীম প্রভঞ্জন,
আঁধারি দিগন্ত করি স্বন স্বন,
সৌধ, শাখী, তৃণালয়, সমূলে করিয়া লয়,
বহে বলে শুনিতে ভীষণ,
চমকে হৃদয় হেরি প্রলয়-লক্ষণ।

খর্জুর, কাঁটাল, সুমিষ্ট বাদাম,
মধুরতাময় আনারস, জাম,
পরিপূর্ণ হ'ল রসে,— মানবের মন রসে,—
সুধার আধার সম আম,
রসনা সরস হয় স্মরি যার নাম।

যাঁহার নির্ম্মিত অনন্ত ভবন,
যাঁর আজ্ঞাধীন চন্দ্রমা তপন,
নিদাঘের অন্তকালে, গগন জলদ-জালে,
ক্ষণমাত্রে করে আচ্ছাদন,
ধ্যানরত চিতে চিন্ত তাঁহার চরণ।

বর্ষা।

দেখিতে দেখিতে নভোদেশ
ধূমাকার, অদেখা দিনেশ ;
ঊর্দ্ধে উড়ি মেঘ রাশি,
মারুৎ হিল্লোলে ভাসি
বেড়ায়, নিদাঘ হ'ল শেষ।

"গুড় গুড়" নীরদ নিনাদ,
চাতকের শ্রবণে আহ্লাদ ;
পড়িয়া মেঘের ছায়া,
সিতাংশু বিলুপ্ত কায়া,
চকোরের বিষম বিষাদ।

শ্যামল বরণ মেঘ দল,
বায়ু-বিতাড়নে সুচঞ্চল,
কপিশ বরণ ধরি
গগন আচ্ছন্ন করি
মুষলের ধারে বর্ষে জল ;

ঘন ঘনে যুঝে প্রভঞ্জন,
চপলায় করিতে হরণ ;
কান্তের কোলেতে থেকে,
ঘটা ঘোর রণ দেখে,
বিদ্যুৎ কাঁপয়ে ঘন ঘন ;

দমনিতে প্রবল অরাতি,
প্রকাশিয়া ইরম্মদ ভাতি,
প্রিয়তমা রক্ষা তরে,
অব্যর্থ অশনি ধরে,
বলাহক রণরঙ্গে মাতি ;

সমীর, সলিল বাহী রণ,
অবিরাম চলে প্রতিক্ষণ,
নাহিক বলের অন্ত,
উভয়েই বলবন্ত,
তেজস্বন্ত প্রকৃতি ভীষণ।

আবিল সলিলা তরঙ্গিনী,
পতি সম্ভাষিতে উল্লাসিনী,
দুকূল ছানিয়া বয়,
তটমূল করি ক্ষয়,
ত্বরাগতি, সিন্ধু-প্রেমাধিনী।

স্রোতের ত্বরিত গতি বটে,
তাহে যদি বাধা কিছু ঘটে,
চক্রাকারে ফিরে জল,
করি শব্দ কল কল ;
—নির্ভয় কে আবর্ত্ত নিকটে ?—

প্রভঞ্জন যদি সাধে বাদ,
তরঙ্গ তুলিয়া করে নাদ ;—
শুনি ভয়ঙ্কর শব্দ,
দুকূলে নাবিক স্তব্ধ,
ভীত-চিত্তে গণয়ে প্রমাদ।

প্রিয়া-প্রেমে মুগ্ধ নদী-নাথ,
উচাটন করিতে সাক্ষাৎ ;—
বাড়াতে প্রিয়ার মান,
হইবারে আগুয়ান,
বেলাভাঙ্গি করে জলসাৎ।

নিম্ন অভিমুখে নব জল,
প্রধাবিত করি কল কল,
এসেছে নূতন বারি,
কি পুরুষ কিবা নারী,
সবারি দেখিতে কুতুহল।

যেন কোন ভয়ে ভীত হিয়া,
বরিষয়ে রহিয়া রহিয়া,
ঘন ঘন রবে আসি,
তেয়াগিয়া অম্বুরাশি,
পুনরায় যায় চমকিয়া ;

কিম্বা-ঘন, ঘন গরজিয়া,
তৃষিত চাতকে আশ্বাসিয়া,
চপলা করিয়া অঙ্কে,
চলে ত্বরা নিরাতঙ্কে,
যেন কোন শত্রু দমনিয়া।

বায়ু'পরে করিয়া নির্ভর
উঠিয়া আকাশে রত্নাকর,
—এই অনুভব হয়,
অই মহাজলাশয়,—
বিস্তারিছে তরঙ্গ নিকর ;

রত্নরূপে ঝরে বারি-বিন্দু ;
মগন করিতে অর্ক, ইন্দু,
কিম্বা ব্যোম-নিম্নস্থানে
থাকি, ঘোর অভিমানে,
উপরে উঠেছে মহাসিন্ধু ;

নীরদে গগন সদা ঢাকা,
প্রভেদ না হয় অমা রাকা,
দেখা নাই কোথা ইন্দু,
অবিরল বারি-বিন্দু
পড়ে ; দায় বাহিরেতে থাকা।

নিদাঘ-তাপিত ছিল সবে,
সুশীতল বরষা-প্রভবে ;
চাতক পিপাসা-ভরে
কিঞ্চিৎ জলের তরে
জলদে ডাকেনা দীনরবে।

গ্রীষ্মে যেই অনল সমান,—
বরষায় সেই নভস্বান,
পরশি সলিল পদ্ম,
শীতল সুধার সদ্ম,
বহিল হরিয়া মনোপ্রাণ।

দর্শন করিয়া নব ঘন,
আনন্দ অন্তরে ঘন ঘন,
সংসার করিয়া তুচ্ছ,
বিস্তারি বিচিত্র পুচ্ছ,
জলদে সম্ভাষে শিখিগণ।

ভেকগণ আনন্দ অন্তরে,
অভিনব সলিলে সন্তরে,
কে দেখে সে মহোৎসব ?
ক্ষণে ক্ষণে চণ্ডরব,
সরোবরে পল্বল প্রান্তরে।

শুষ্ক-শাখ-তরুময় বন,
পেয়ে নব সলিল সিঞ্চন,
শ্যামল বরণ ধরি,
মানস মে হিত করি,
বন্দে ঘনে করি স্বন স্বন।

উন্নত শিখর গিরি কুল,
হয়ে বারিদের প্রতিকূল,
হেরি ঊর্দ্ধে গতি তার,
তুলি শির যার যার,
উচ্চতায় হইল অতুল ;

নিরখি অচল-ব্যবহার,
রোষের শমতা নাহি আর,
শাণিত শরের ধারে,
মেঘ, বৃষ্টিবাণ মারে,
গিরি-গর্ব্ব করিতে সংহার ;

মেঘের সময়ে গিরি ধীর,
যথা রণস্থলে মহাবীর ;—
হ'লে রোষ উদ্দীপন,
করে ধূম উদ্গীরণ,
জ্বালি অগ্নি শুষিবারে নীর।

অভিনব তৃণাঙ্কুর চয়,
বৈদূর্য্য করিয়া পরাজয়,
উদ্ভিন্ন হইল ;—তার
শ্যাম বর্ণ চমৎকার,
হেরি নেত্র সুশীতল হয়।

বিকচ কদম্ব, সর্জ্জ ফুল,
সপ্তচ্ছদ—সুবাস অতুল,
মানব করিয়া সুখী,
কেতকী প্রফুল্ল মুখী,
যার গন্ধে অলি সমাকুল।

মালতী, যূথিকা, কমলিনী,
যোষিতের বেশ বিধায়িনী,
জলে স্থলে সুপ্রকাশ ;—
পবন বহিয়া বাস,
হরে চিত্ত দিবস যামিনী।

মধুকর, মধুর নিস্বনে,
ক্রীড়ারত কমল-কাননে,—
ভ্রমে নবোৎপল আশে,
শিখীর কলাপ পাশে,
উপবিষ্ট হরষিত মনে।

নীলিমা রঞ্জিত পয়োবাহ,
প্রিয়তমা চপলার সহ,
পশ্চাৎ করিয়া ভানু,
আচ্ছাদি অচল সানু,
সুখে বাস করে অহরহ,

হায়রে! পথিক জনগণ,
হইয়াগিল সুখ-পর্য্যটন,
মাঠ ঘাট জল রাশি,
লতা পাতা যায় ভাসি,
পথের কে পায় নিদর্শন?

চতুর্দ্দিক্ বেড়িয়াছে জল,
মধ্যে শোভে চারু গ্রাম স্থল;—
প্রশান্ত সাগরোপরি,
নবদ্বীপরূপ ধরি,
অবিরত করে টল মল;

ক্ষণে থাকে স্থির ভাব ধরি,
ক্ষণে থাকে তরঙ্গ উপরি,
মারুৎ হিল্লোলে ভাসি,
কখন সে বারিরাশি
নাচে দ্বীপ হৃদাসনে ধরি।

ধরার সম্পাতে তরু ফুল,
লতা, গুল্ম, নিকুঞ্জ মঞ্জুল,
আর্দ্রকায় অবনত,
এবে তারা অবিরত,
নাহি করে বিতরণ ফুল।

কোন তরু শোভায় অতুল,
বিকাশিয়া কমনীয় ফুল,
কেহ কেহ মনোদুখে,
বৃষ্টিপাতে অধোমুখে,
বিপদ ভাবিয়া সমাকুল।

ললিত গাইত পিকবর,
এবে কই কই সে সুস্বর,
বসিয়া বকুল-শাখে,
জল দেব ঘোর ডাকে,
প্রমাদ গণয়ে নিরন্তর,

—সবে বন প্রিয় বলে তায়,—
নত বন বরষার ঘায় ;
স্বচক্ষে নিরখি হায় !
শত ধিক্ বরষায়
দিয়ে, মৌনে সময় কাটায়।

মধুলোভে অন্ধ হায় ! অলি,
নাহি জ্ঞান, ফুল কিবা কলি ;
আরো তার লঘু পাখা,
বরষা-সলিল মাখা,
হ'ল গুরু দুর্ব্বল সে বলী ;

ভারে ভার ঝঙ্কারিতে ডানা,
কমল-কাননে যেতে মানা,
নাই তার "গুণ্ গুণ্"
হায়রে হুতাশে খুন,
—বিগুণ বিধাতা, গেল জানা।—

চক্রবাক, কাদম্ব, সারস,
পুলকিত সবার মানস,
চলিল মনের সুখে,
জলাশয় অভিমুখে,
নিনাদে পূরিয়া দিক্ দশ ;

কল গীত গাইতে গাইতে,
শূন্য পথে যাইতে যাইতে,
যেন পরমেশ প্রতি,
প্রকাশি ভকতি অতি,
করে স্তুতি তাঁহারে পাইতে।

কালে কালে প্রকৃতি সুন্দরী,
মনোহর বেশ ভূষা করি,
তুষিতে বিভুর মন,
তাঁর কীর্ত্তি বিঘোষণ
করে নিত্য নবরূপ ধরি।

শরৎ।

বিশদ বদন শুভ্র ভূষণে ভূষিত
কিবা নিরমল কান্তি মধুর ললিত।
সুপ্রকাশ দিক্‌দশ কার আগমনে?
দিগঙ্গনাগণ হাসে বালার্ক কিরণে?
জলদ জড়িত ছিল প্রকৃতি-আনন;
কার দরশনে আজ প্রসন্ন এমন?
কে এল এমন বেশে?—হেরি সুখী মন;
জাননা কি শরতের শুভ আগমন?
বিভ্রম বিলাস ভরে হেলিতে দুলিতে,
মোহিতে মানব-মন উদয় মহীতে।
বরষার বরষণে দুঃখী ছিল যারা,
পুলকিত হ'ল পেয়ে শরতের সারা।
নীলাভ গগনতল বারিদ বিহীন;
দৃশ্যমান দিনকর সুপ্রসন্ন দিন।
নাই তম দিন সম যামিনীর কান্তি;
সিত নিশি দিন বলি ক্ষণে হয় ভ্রান্তি;
রম্যরূপা শরতের নব অভ্যুদয়;
কাহারো না রহে আর দুর্দ্দিনের ভয়।

যামিনী হইলে শেষ ইন্দু অস্তগত ;
বিন্দু বিন্দু শষ্প পুঞ্জে শিশির সংযত।
বারেক হেরিলে জ্ঞান হয় সেই কালে,
শাদ্বল জড়িত যেন মুকুতার জালে।
ঝলমল নিরমল হেরি সে বরণ,
বোধহয় যামিনীর সঞ্চিত রতন।
ক্ষণেক চিন্তিলে পুনঃ হয় অনুমান,—
নিশানাথ হেরিয়া নিশির অবসান,
হায়রে ! বিরহাবেগ সংবরিতে নারি,
করিয়াছে বিসর্জ্জন শোক-বাষ্প বারি।
প্রিয়াশূন্য অঞ্চলে থাকিয়া কিবা ফল,
ভাবি চিতে চলি গেলা পশ্চিম অচল।
অনুকুল সহচরী যামিনী গমনে,
শেফালিকা সুমুখী দুখিত মনে মনে ;
প্রিয়জন বিরহেতে অন্তরে আকুল,
বিমোচন করিলেক আভরণ ফুল।
সপত্নী সহিত কান্ত করিল গমন
হেরি কুমুদিনী, দুখে বিষাদিত মন।
নিমিলিত চারুনেত্র চিন্তা এই মনে,
কখন মিলন আর হবে নাথ সনে ?
নলিনীর ভাগ্যোদয় চিন্তিয়া চিন্তিয়া,
অসূয়া-অনলে জ্বলে কুমুদীর হিয়া।

এই কালে পূর্ব্বাচলে অরুণ উদয়,
দিনেশের আগমন-বার্ত্তা সবে কয়।
উষা-সখা বৈনতেয় লোহিত বরণে,
বিভাতিল পূর্ব্বদিক্ উষায় মিলনে।
উষাগমে জনপদ আলোকে পূরিল,
বিহঙ্গম রবে লোক সকলি জাগিল।
প্রভাতের সুশীতল বায়ু সঞ্চরণে,
অতুল আনন্দোদয় মানবের মনে।
আরক্ত বরণ ছবি রবি তেজোময়,
উদয় শিখর দেশে হ'লেন উদয়;
এক চক্র বিমানে অরুণ পুরোভাগে,
মেদিনী পাইল দীপ্তি নব রশ্মিরাগে।
গিরি চূড়া শাখি-শাখা পরশি কিরণ,
হেম কান্তি জিনি আভা করিল ধারণ।
প্রিয়াসুখ-সংমিলন আশে দিনকর,
প্রসারিলা পদ্মবনে হিরণ্ময় কর।
বিরহ-বিষাদ-শীর্ণ নলিনীর দল,
প্রিয়কর পরশনে হইল উজ্জ্বল।
আহা! কিবা সরোজিনী যেন প্রীত মনে,
প্রিয়তমে সম্ভাষিছে প্রফুল্ল আননে।
আবিল সরসী জল স্বচ্ছ, সুবিমল,
সুনীল সলীর ভরে করে টলমল।

যারেক নিরখি সরঃ হেন লয় মন,
প্রকৃতি-দর্পণ যেন সরসী শোভন।
সলিল, কুমুদ, পদ্ম পরশি পবন,
ধরায় শীতের বীজ করিল বপন।
সুগন্ধি হইল বায়ু পরশ-শীতল,
বহেনা শরীরে আর স্বেদ অবিরল।
আনীল বরণ ধরে নিম্নগার নীর,
পরিশুষ্ক পঙ্কিল-পদবী, নদী-তীর।
জলজ কুসুম রাজি বিকসিত জলে,
মনোহর স্থলপদ্ম দেখা দিল স্থলে।
পরিমল আঘ্রাণিয়া সমাকুল অলি,
উড়ি বসে ফুল্ল ফুলে নাহি চায় কলি।
আহা! কি অঞ্জননিভ অনন্ত আকাশ,
যামিনীতে হিমাংশুর বিমল বিভাস।
শারদ শশীর তুলা আর কোথা পাই?
মনে হয় নাই তার তুলনাই নাই।
অয়ি! শান্তি, সুখময়ি যামিনী সুন্দরি!
কি অপূর্ব্ব রূপ তব আহা! মরি মরি।
তোমার প্রাণেশ ইন্দু চির অনুকূল,
সাজালে তোমায় দিয়ে ধবল দুকুল!
হিম-বিন্দু-মুক্তা রাজি করি আহরণ,
তব মনোহর অঙ্গ করে সুশোভন।

দেখিতে তোমার অই প্রফুল্ল আনন,
মুকুর পুকুর যেন করেছে স্থাপন।
নারী-শ্রেষ্ঠ তোমারে করিতে এক কালে,
আপনি সিন্দুর-বিন্দু সাজিয়াছে ভালে।
বিকীর্ণ বন্ধুক-রেণু লোহিত বরণ,
তব পদে তাই যেন লাক্ষা প্রলেপন।
কেবা তব সম? তুমি ধন্য ধরাতলে,
সবাই তোমার গুণ গায় কুতূহলে।

পল্লল তড়াগ আর সরসী নিকর,
অপূর্ব্ব শোভায় সাজে জন-মনোহর।
স্ফটিক নিন্দিত বারি, রম্য উপকুল,
রঞ্জিত রজত রাগে নাই তার তুল।
বিকচ রাজীব-রাজি মধুকর সহ,
মরাল-মিথুন সুখে ভাসে অহরহ।
সুমন্দ মারুত ভরে লঘু ঊর্ম্মি-তায়,
কমল ভ্রমর আর মরাল নাচায়।
উপকুলে উদ্যান প্রসূন ভরে নত,
নন্দন কানন শোভা এর কাছে কত?
কুরুবক, বন্ধুক, মালতী মনোহর,
বিকসিত শেফালিকা, বক চারুতর।
এহেন প্রমোদকর সর, উপবন,
হরণ করিল হেলে মানবের মন।

সকলেই সুখী মনে, শরৎ দেখিয়া,
শিখিকুল বিষাদিত দুখ-দগ্ধ হিয়া।
উচ্চ পুচ্ছে নাচিত সে হেরিয়া জলদে,
কেমনে ধরিবে প্রাণ দারুণ বিচ্ছেদে।
শাখাসীন শিখী যেন ভাবিয়া আকুল,—
"আমার সুখেতে কেন বিধি প্রতিকুল?
উদিলে নবীন মেঘ চপলা সহিত,
কত সুখে নাচিতাম হয়ে হরষিত।
প্রিয় জন হেরি সুখ উপজিত মনে,
পুনঃ সংমিলন কিরে হবে প্রিয়-সনে?"
শিখিগণ অধোমুখে মগন চিন্তায়,
নীরদের দেখা পুনঃ আর কোথা পায়?

আপক্ক শ্যামাক পূর্ণ ক্ষেত্র সমতল,
রত্ন-সার ধান্য তায় করে ঝলমল।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পাখী বাড়াইয়া শোভা।
মধুরিমা হংসরুত কিবা মনোলোভা।
সারসের সুনিনাদে মানস চঞ্চল,
কাদম্বের কলরবে পূরিল অঞ্চল।
শূন্য পথে বলাকার হিম-শুভ্র ছটা,
বোধ হয় শরতের জয়ধ্বজ ঘটা।
প্রকৃতি নির্ম্মল রূপ ধরিল শরতে,
নিম্ন দেশে পথিকের মহাকষ্ট পথে।

পথাপথ করে ভেদ হেন সাধ্য কার?
জলে, বরষার তৃণে সব একাকার।
এতদিন সুখী ছিল চাতকের দল,
অহরহ পিয়ে নব নীরদের জল,
শরতে হইল সারা না হেরিয়া ঘনে।
চকোর পরম তুষ্ট ইন্দু দরশনে;
অনশন ব্রতে তার বেড়েছিল ক্ষুধা,
পাইল পরম প্রীতি পান করি সুধা।
শারদ সৌভাগ্য মদে মত্ত তারাগণ,
সকলেই তীক্ষ্ণ তেজ করিল ধারণ।
তারকা-মণ্ডিত ব্যোম, প্রতিবিম্ব তার,
করে জলে নিশাকালে শোভা চমৎকার!
ত্রিদশগণের সুখ বিধান কারণ,
হীরক-খচিত যেন প্রশস্ত আসন।
চিন্তারত চিত্তে দৃষ্টি করিলে গগন,
মনে কত নব ভাব করে সঞ্চরণ;
এ সংসারে রঙ্গভূমি সুরঙ্গে বিরাজে,
ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ তায় মণি মুক্তা সাজে।
মনোরমা এহেন শরৎ যাঁর দাসী,
ধ্যান কর তাঁরে সদা হৃদে ভালবাসি।
বারেক দেখিনা ভাবি অনুগ্রহে কার,
শরৎ সম্ভোগে মোরা পাই অধিকার?

হেমন্ত।

সুচারু শরৎ, সম্বরি লীলা,
অনন্তের অঙ্কে দেহ সঁপিলা ;
শরৎ শোকেতে কাতরা ধরা,
অমল বদন বিষাদ ভরা,
না হ'তে শরৎ-শোকের অন্ত,
নব সাজে দেখা দিল হেমন্ত,
হিম গৌর কান্তি, ললিত বেশ,
হিম দণ্ড করে, শাসিতে দেশ ;
ধবল মুকুট মাথায় পরা,
নব রাজ ভয়ে কাঁপিল ধরা।
তুষার-ধবল সকল দেশ ;
অতি ত্বরা হয় দিনের শেষ।
উত্তর হইতে বহিল বায়ু ;
ক্রমশঃ বাড়িল ত্রিযামা আয়ুঃ ;
জাতি যুথী আর ছাড়েনা কলি;
শরৎ সুষমা গেল সকলি।

দিনেশ ! দারুণ শুচি এ নয়,
তব করে আর কে করে ভয় ?

গিয়াছে গিয়াছে সে এক দিন,
খর কর এবে ক্রমেতে ক্ষীণ।
সময় সমান থাকেনা কভু,
এবে যে অধীন কালে সে প্রভু।
নিদাঘে প্রভাব ছিল হে যত,
হেমন্তের দাপে হইল গত।
পদ্মিনীর শোভা ছিল অতুল,
মলিন কোমল কলিকা, ফুল;
পড়িতে লাগিল হিমানী-রস,
অমল কমল তায় বিরস;
দেবতা বাসনা করিত যায়,
হায়! সে পঙ্কজ বিনষ্ট প্রায়।
কার মনে ইথে না হয় দুখ,
কমল কানন মলিন-মুখ।
সুশীতল, সিত-চন্দনে দেহ,
বিলেপন এবে করেনা কেহ।
শীত ভীত গণে বিপদ ঘোর,
পঞ্চম প্রহরে যামিনী ভোর।
শীতল বলি যে, ছিল আদরে,
কে আর তাহারে জিজ্ঞাসা করে?
তুষারসন্নিভ মুকুতাহার,
যোষিত কণ্ঠেতে দোলে না আর।

সুতনু বসনে বাসনা কই?
কে আদরে রবি অনল বই?
বালার্ক-কিরণ সুধার তুল,
সেবনে ইচ্ছুক মানব কুল।
শীত বাসে যার অভাব আছে,
রবিকর সুধা তাহার কাছে।
সুস্বাদু হইল নির্ম্মল জল;
ঈষৎ ধূমল গগন তল।
কুসুম-আকর উদ্যান যত,
ছাড়িত কুসুম প্রতি নিয়ত;
উড়িত ভ্রমর বসিত ফুলে,
ঝরিত কুসুম পড়িত মূলে।
আমোদি বহিত জগৎ-প্রাণ,
ফুলের সুবাস করিয়া দান।
বিরস মনের সন্তোষ তরে,
কে আর উদ্যানে বিহার করে?
শাক সুপ অন্ন সুধার তুল,
গজাইল ক্ষেত্রে মূলক মূল।
উজ্জ্বল মণির ধরিয়া ছটা,
প্রান্তরে বিবিধ ধান্যের ঘটা;
মানব-সমাজে যেমন ধীর,
ধান্যের মঞ্জরী আনত শির;

হেলিয়া দুলিয়া মৃদুল বায়,
তুষিছে কৃষকে চারু শোভায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চাতক শুক,
মুখে শালি-শিষ সহজে মূক।
বনকমলিনী হরিণিগণ,
উদিত হইলে হিম-কিরণ,
শাবক সহিত আসিয়া ক্ষেত্রে,
চারি দিকে চায় চকিত নেত্রে;
শ্যামাক আহার করয়ে সুখে,-
সভয়ে নিরখি উন্নত মুখে।
কখন পাইলে কিঞ্চিৎ সাড়া,
অমনি পলায় কে পায় ধরা?
বলাকা-মিথুন সরসী-তীরে,
কাটিছে সময় নিরখি নীরে;
একতানমনে—মীনের তরে—
যথা যোগিগণ যোগে বিহরে।
ক্ষীণকায় মীন করিয়া গ্রাস,
করে মনোহর স্বর বিকাশ।
আকাশে উড্ডীন হইলে পরে,
ধবল বরণে মানস হরে।
হেমন্ত-নিয়ন্তা জগতে যেবা,
কখন করি কি তাঁহার সেবা?

শিশির।

হেমন্ত আসীন ছিল শাসন-আসনে,
ছাড়িল সে সিংহাসন—শিশিরাগমনে।
হিমের কিঙ্কর যত হতপরাক্রম,
পলায়নপরায়ণ গণিয়া বিষম।
মাসদ্বয় করেছিল অবনি শাসন,
শিশিরের সারা পেয়ে ক্রমে অদর্শন।
হয়ে গেল হেমন্তের আধিপত্য শেষ,
ভয়ঙ্কর শীতে আসি আক্রমিল দেশ।
শিশির-সম্পৃক্ত-শীত-বায়ু সঞ্চালন,
হ'তে নারে গৃহমধ্যে বন্ধ বাতায়ন।
স্বন স্বন শব্দে সদা বহে শীত-বায়ু,—
পরশিলে কাঁপে কায় আকুঞ্চিত স্নায়ু।
অনল, মরীচিমালী, আর গুরুবাস,
নিবারণ করে সদা শীতের তরাস।
কেবা সমাদরে আর হিমকর কর?
বিনা সে কিরণ-পায়ী চকোর-নিকর।
সিতপক্ষ নিশি ইন্দু তারা বিভূষণা,
সম্ভোগে কাহার আর উপজে বাসনা?

তুষার-সংবৃত যত পদার্থ নিচয়,
যথা গিরি-গহ্বর সতত ধূমময়।
শিশিরাগমনে যেন মনে পেয়ে ভয়,
পাণ্ডুবর্ণ দ্বিজরাজ, নক্ষত্র নিচয়।
পিকবর সুধারবে নাহি করে গান,
বসি সহকার-শাখে ব্যাকুলিত প্রাণ।
শিশির শাসন সদা করিয়া মনন,
মৌনে থাকি বাঞ্ছে সে বসন্ত আগমন।

সুরসাল ইক্ষু আর পক্ব শালীচয়,
দরশনে অনুপম সুখের উদয়।
কৃষক-নিকর যত্নে প্রান্তরে প্রচুর,
উদ্ভিন্ন চনক, যব, গোধূম অঙ্কুর।
শ্যামল সুন্দর নব ওষধির দল,
শিশির সংযোগে প্রাতে করে ঝলমল।
বালার্ক কিরণে ধরে বিবিধ বরণ,
লক্ষ্মীর ললিত অঙ্গে নানা আভরণ।
বারেক হেরিলে কার মানস না হরে?
প্রকৃতি নবীন রূপে বিমোহিত করে।
বৃক্ষ-পত্র ছিল যত হরিৎ বরণ,
পাণ্ডুবর্ণ হ'ল শীতে করি দরশন।
যেন ভয়ে বৃক্ষ'পরে থাকিতে নারিল,
স্খলিত হইয়া তেঁই ভূতলে পড়িল।

বিলাসীর আশা নাই উপবন ভোগে,
দুখদ বলিয়া বোধ শিশির সংযোগে।
তামরসে হরষে বসিছে কই অলি?
বিলীন কমল বন ম্রিয়মাণ কলি।
নলিনীর হীন দশা দেখি দিনকর,
চিন্তায় মগন যেন ক্ষীন খর কর।
উদয় অচলে যবে দেখা দেন রবি,
কুজ্‌ঝটিকা মাখা হায় ম্লান চণ্ড ছবি।
উত্তরে হিমের দুর্গ ভয়ে কাঁপে হিয়া,
চলেন পশ্চিমাচলে দক্ষিণে হেলিয়া।
কি জানি কি করে শীত এই ভয় মনে,
ঝটিতি প্রবেশে তেঁই অস্ত নিকেতনে।
সাঁই সাঁই করি শীত পিছু পিছু ধায়,
দিনেশের দেখা পুনঃ আর কোথা পায়?
শীতের হিতের তরে বিভাকর-অরি,
অমনি উদয় আসি সুদীর্ঘ শর্ব্বরী।

সরিৎ সরসী জল হয়ে বাষ্পময়,
ধূমের আকারে করে গগনে আশ্রয়।
ক্রমে ক্রমে সরোবরে হয় অল্প নীর,
তাতেই উল্লাসে যেন সমুন্নত তীর।
বরষায় ছিল তীর জলে নিমগন,
সেই ক্রোধে করে জলে চরণে দলন।

তরঙ্গিত হয়ে জল ভেঙ্গে ছিল তীর,
প্রতিশোধ দেয় তার পুলিন সুধীর।
বরষা শরতে ছিল পূর্ণ সরোবর,
শোভা দিত শ্বেত রক্ত সরোজ নিকর।
মরাল সারস কুল সরসীর নীরে,
তুলিত কমল সনে মৃদুল সমীরে।
এখন শিশির হয়ে তার প্রতিকূল,
বিনাশ করিল সেই সুষমা অতুল।
শরতে কুমুদ ছিল হাসি হাসি মুখ,
নেহারি বিমল বিধু সম্ভোগিত সুখ।
নিশানাথ নিরমল কৌমুদী বিতরি,
তুষিত কুমুদে কত সমাদর করি।
সেই কুমুদের এবে দেখি পরাভব,
পাণ্ডুর বরণ দুখে কুমুদ-বান্ধব।
আহার বিহারে সুখ শীতে অতিশয়,
ভ্রমেও না হয় মনে দুর্দ্দিনের ভয়।
উচ্চতর শৈল-চূড়া পরশে গগন,
তুষারে শোভিছে হয়ে ধবল বরণ।
অনুমানি দেখি সেই অপরূপ রূপ,—
শিশির হয়েছে এবে অভিনব ভূপ;
দিগন্ত প্রদেশে তাই জনাবার তরে,
শুভ্র কান্তি কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপিল ভূপরে।

বসন্তানুচর দক্ষিণের সমীরণ,
শীতের শাসনে তার ব্যাকুলিত মন ;
মলয়-অচলগুহা করিয়া আশ্রয়,
অবস্থান করে তথি বিষন্ন হৃদয়।
উকি ঝুঁকি মারি কভু দিলে মাথা নাড়া,
রাগেতে বাঘের মত শীতে দেয় তাড়া।
কালের সমান গতি সর্ব্বদা কি হয় ?
দেখহ শিশির আর কয় দিন রয়।

বসন্ত।

(১)

মঞ্জরিল সহকার গুঞ্জরিল অলি,
বিকাশ-উন্মুখ যত কুসুমের কলি।
কুহরিল পিকবর দিক্ দিয়া শীতে,
বসন্ত হেরিয়া সুখ উপজিল চিতে।
প্রফুল্ল কমল দল সুনীল হিল্লোলে,
সুধীরে দুলিল আজ সরসীর কোলে।
পিক ভৃঙ্গ তেজি রঙ্গ ছিল হীন বেশে,
সময় পাইয়া ত্বরা উপনীত এসে।
প্রকৃতি নবীন রূপে ধরিল সুসাজ
ধ্বনিত হইল, অই এল ঋতুরাজ।

(২)

দক্ষিণের সমীরণ, করে মন্দ সঞ্চরণ,
বিতরিয়া কুসুমের বাস;
সঞ্চালি বিটপী দল, করে অঙ্গ সুশীতল,
মানবের মনেতে উল্লাস। (ক)

দেখিয়া শীতের শেষ, পুলকে পূরিল দেশ,
দুখ লেশ নাহি এবে আর,
জীবগণ মহাসুখে, সদাকাল স্মিতমুখে,
ব্যক্ত করে বিনোদ সংসার। (খ)

(৩)

সরিৎ সরসী হৃদি'পরে বসি,
রাজীব বিরাজ করে,
সমুন্নত তীর, নিরমল নীর,
স্ফটিকের আভা ধরে। (ক)

হংস যুথ মিলে, প্রসন্ন সলিলে
সুখে দেয় সন্তরণ,
মধুকর দল, পিয়ে পরিমল
করিয়া কমলাসন। (খ)

(৪)

কোকিল প্রমত্ত চূতরসে,
করে গান মনের হরষে,
সহকার শাখে বসি,
আনন্দ রসেতে রসি,
স্বরে সুধা অমৃত বরষে ; (ক)

—প্রভু সমাগমে অনুচর,
পরিতুষ্ট প্রফুল্ল অন্তর,
সেই হেতু—কুহু রবে,
মোহিত করিয়া সবে,
প্রভুগুণ গায় নিরন্তর, (খ)

(৫)

মল্লিকা সুন্দর ভাতি,
কুন্দ আদি নানা জাতি,
কুসুম ফুটিল,
ভ্রমর ছুটিল,
মকরন্দ গন্ধে মাতি। (ক)

ফুল-মধু করি পান,
তুলি গুণ গুণ তান,
ঋতু রাজ তোষে,
মহিমা বিঘোষে,
বাড়ায়ে তাহার মান। (খ)

(৬)

নির্ম্মল গগন তল
রবি-রশ্মি সমুজ্জ্বল,
প্রতিকূলে মেঘ দল,
সঞ্চরণ করে না,
সুপ্রসন্ন দিক দশ,
গায় বসন্তের যশ,
—সকলি কালের বশ,—
মলিনতা ধরেনা। (ক)

পান্থগণ পর্য্যটনে
নহে ক্লান্ত ; হৃষ্ট মনে,
মধুরূপ দরশনে,
পথশ্রান্তি ভুলিল,
মোহন মূরতি মধু
তাহাতে কোকিল-বধূ
স্বরে বরষিয়ে মধু
জনগণ মোহিল। (খ)

(৭)

যত তরু কুলে
শোভে কেহ ফুলে,
কেহবা মুকুলে,
কেহবা ফলে,
শোভার নিলয়,
নব কিসলয়,
কি লাবণ্যময় !
রূপ বিমলে ! (ক)

নিহার পতন
হ'ল নিবারণ।
কোকিল কূজন,
অলি গুঞ্জন,

পুষ্প-গন্ধ-ভার
বহি অনিবার,
দিগন্তে প্রচার
করে পবন। (খ)

(৮)

বিধুর বিমল করে,
দিক ধবলিত করে,
সুখদ সমীর তাঁহে
মন্দ মন্দ বহিল,
কাঁপাইয়া তরু-শির,
নাচায়ে সরসী-নীর,
মানস রঞ্জন আজি
মানবের করিল। (ক)

সন্ধ্যা-সমীরণ, বহি,
বসন্ত-সৌভাগ্য কহি,
শান্তি বিতরণ করি,
গৃহে গৃহে ধাইছে,
পেঁচক কঠোর কণ্ঠে,
ভগ্ন হর্ম্ম্য উপকণ্ঠে
বসিয়া, প্রফুল্ল চিতে
সুখ গীত গাইছে। (খ)

(৯)

দিন শেষ ভাগে,
অর্ক রক্ত রাগে,
রঞ্জিত করিয়া
পশ্চিম দিশি,
সংবরি কিরণ,
দুখে সম্ভাষণ,
করে নলিনীরে,
হেরিয়া নিশি। (ক)

নিত্য দিন শেষে,
মনোহর বেশে,
বসন্তের চেড়ী
গোধুলি ধনী,
মোহি নরগণে
গগন-প্রাঙ্গনে
দীপ্তি হেতু রাখে
উজ্জ্বল মণি। (খ)

(১০)

গেলে রবি অস্তাচলে,
গেলে রবি অস্তাচলে,
খগগণ নিকেতন অভিমুখে চলে। (ক)

দেখি সন্ধ্যা সমাগত,
দেখি সন্ধ্যা সমাগত,
পুলকিত সুসজ্জিত নিশাচর যত। (খ)
নাহি হিম বৃষ্টি পাত,
নাহি হিম বৃষ্টি পাত,
মন-সুখে যথা ইচ্ছা করে গতায়াত। (গ)
নিশি প্রহরে প্রহরে,
নিশি প্রহরে প্রহরে,
উদ্যানে গুঞ্জরে অলি, ফুল কুল ঝরে। (ঘ)

(১১)

নলিনীর, নেত্র-নীর কেবা আর সম্বরে!
কুমুদিনী, উল্লাসিনী, হেরি ইন্দু অম্বরে; (ক)
সুকোমল, শুভ্রদল, বায়ু-ভরে নড়িছে,
সসম্ভ্রমে, প্রিয়তমে, সম্ভাষণ করিছে। (খ)
ইন্দুতায়, প্রতিভায়, সমাদরে তোষিছে;
হেম করে, প্রেমভরে, মকরন্দ শোষিছে। (গ)

(১২)

ধনি-গণ, উপবন, পর্য্যটন করে,
ভৃঙ্গকুলে, কুতুহলে, ফুলে ফুলে চরে; (ক)
তুলি তান, করে গান মনোপ্রাণ হরে;
সে নিস্বনে, সযতনে কেনা মনে ধরে? (খ)

(১৩)

কোন জন, বাতায়ন উদ্ঘাটন করিল,
গন্ধবাহী, রহি রহি, গন্ধ বহি, আনিল। (ক)
কেহ অন্ধ, পেয়ে গন্ধ কেহ ধন্দ ধরিল,
কারো চিত্ত সুখ প্রীত বিমোহিত হইল। (খ)

(১৪)

মরি মরি! দেখ অই আহা! কি সুন্দর হে,
নাচিছে কুসুম যত হৃদি সুখকর হে। (ক)
বসিতে অক্ষম অলি চঞ্চল প্রসূনে রে,
তেঁই গুণ গুণ রব করে মনাগুণে রে। (খ)

(১৫)

অই তাম্র বর্ণ আম্র দল,
মানস মোহন,
আহা! সেইরূপ সহকার,
মাধবী তেমন; (ক)
কিবা নব রূপ রস-কূপ
আঁখি মুগ্ধ করে;
অই নধর শাখার শিরে,
মুকুল বিহরে। (খ)

(১৬)

সন্ধ্যাকালে বন, করি বিলোকন,
রহে নর ফুল্ল নয়নে;
অশোক পলাশ, পাইয়া বিকাশ,
অগ্নি সম জ্বলে কাননে। (ক)

রঞ্জন বরণ, মানস-হরণ,
বন ভূমি তায় সাজিল,
ধরে যত জন, লোহিত বরণ,
সে সরায় যেন মজিল। (খ)

(১৭)

দেখ দেখ অই দেখহে কিরে,
আমরি! কি শোভা সরসী তীরে।
সোপান শিরসে বকুল তরু,
এ বুঝি শোভায় জগৎ গুরু;
ঝরিছে নিয়ত যতেক ফুল,
প্রমত্ত সুবাসে মধুপ কুল।
কে পারে উহার উপমা দিতে?
কল্পনা বিমুখ কবির চিতে।
সদল শাখায় পিকের স্থিতি,
স্বরে হরে প্রাণ, উপজে প্রীতি,
আহা কি সুগন্ধে পূরিল নাশা!
তথাপি উহার মিটেনা আশা।

(১৮)

পর্ব্বত প্রদেশ মনোহর;—
শ্যামল বিটপি দলে,
ক্রমোন্নত ধরাতলে,
মরি কিবা দেখিতে সুন্দর, (ক)

গিরি-গুহা ছিল ধূমময় ;
বয়ুস্তর, সুপ্রকাশ,
সে ধূম পাইল নাশ,
এবে যেন গিরি দেবালয়। (খ)

(১৯)

শৈলসুতা স্রোতস্বতী,
পতি-সম্ভাষণ
করিয়া মনন,
নিম্ন মুখে করে গতি। (ক)
কিন্তু সে বহেনা বলে,
ছাড়ি জন্ম স্থান
করিতে প্রয়াণ,
দুঃখ তেঁই ধীরে চলে। (খ)

(২০)

নিদ্রাগত ভেক যত হইল চেতন,
করে ধীরে তীরে, নীরে আহারান্বেষণ।
ভূমি অঙ্কে নিরাতঙ্কে ছিল নিদ্রাবশে,
গেল শীত জাগরিত পরম হরষে।

(২১)

মধুরতা ময় সৃষ্টি, মধুর সকলি,
মধুর চকোর, চাঁদ, মধুর দিনান্ত
মধুর যামিনী, মধু বিহগ কাকলি,
মধুরিমা পূর্ণ ঋতু মধুর বসন্ত।